9 FEB 2017

শিক্ষা কর্মকর্তার ছোড়া স্ট্যাপলারে শিক্ষক আহত

■ কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা

কালীগঞ্জের বক্তারপুর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মামুনকে স্ট্যাপলার ছুড়ে রক্তাক্ত করেছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহাম্মদ। আহত ওই শিক্ষক বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ ঘটনায় উপজেলায় কর্মরত শিক্ষকরা শামীম আহাম্মদের বিরুদ্ধে গতকাল বুধবার দুপুরে ইউএনওর কার্যালয়ে বিক্ষোভ করেছেন। ওই শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলায় কর্মরত থাকলে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যাবেন না বলেও ঘোষণা দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার দুপুরে শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহাম্মদ বালিগাঁও মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. কাউছার মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। এ সময় তিনি প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মামুনকে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিতে বলেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষককে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। এ নিয়ে আবদুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে শামীম আহাম্মদ বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে শামীম আহাম্মদ ক্ষিপ্ত হয়ে টেবিলে থাকা স্ট্যাপলার প্রধান শিক্ষকের দিকে ছুড়ে মারলে তা তার মাথায় আঘাত করে।

আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, 'ওই শিক্ষা কর্মকর্তা স্কুলে গিয়ে স্কুলের পাঠ তালিকা, রুটিন, ম্যাপ ও জরিপের তথ্য চান। তথ্য দিতে দেরি হওয়ায় তিনি অশালীন ভাষায় কথাবার্তা বলতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে তুই বলে সম্বোধন করেন। এর প্রতিবাদ করাতেই ওই শিক্ষা কর্মকর্তা স্ট্যাপলার ছুড়ে মারেন।

এ বিষয়ে শামীম আহাম্মদ বলেন, 'ওই প্রধান শিক্ষক কোনো তথ্য দিচ্ছিলেন না; তাই রাগ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে কোনো আঘাত করিনি।' জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নারগিস সাজেদা সুলতানা জানান, শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহাম্মদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউএনও খন্দকার মো. মুশফিকুর রহমান বলেন, উভয় পক্ষকে ডেকেছি। তারা এলে ঘটনা সম্পর্কে জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।